বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিষয়: নসিহত বা সদোপদেশ ও কল্যাণ কামনা।

শাইখ আলী বিন আবদুর রহমান আল হুযাইফী

তারিখ: ২২-৭-১৪২৪ হিজরী।

সমস্ত প্রশংসা মহিয়ান সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, অতীব সুক্ষ্মপ্রজ্ঞাধিকারী ও সর্ববিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি আমার রবের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমি তার কাছে তওবা করছি ও তার ক্ষমা কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও রাসূল, তিনি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আলাকোজ্জল আলোকবর্তিকা।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আল্লাহকে ভয়কর এবং তার শাস্তি হতে আশংকা কর, কেননা যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই প্রকৃত সফলকাম।

হে মুসলমানগণ! সব চেয়ে উত্তম যে সব কথার মাধ্যমে অন্তরাত্মাকে উপদেশ দেয়া যায় এবং পরিমার্জিত করা যায় তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহ এবং রাসূলে কারীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু হাদীস। আল্লাহ তাআলা বলেন," তিনি সে সত্ত্বা যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে প্রবিত্র করেন, এবং শিক্ষাদেন তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। [সূরা আল জুমআ'হ-২] সুতারাং মন খুলে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও বিবেক লাগিয়ে কান দিয়ে মানবতার মহান নেতা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু কথা শুন ও লক্ষ্য কর যাতে তিনি গোটা ইসলামী জীবন ব্যাবস্থা ও দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ সন্নিবেশিত করেছেন। যাতে সকল প্রকার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে । সকল অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যাপকার্থবোধক বাক যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। যাতে সংক্ষেপে তিনি অনেক ও ব্যাপকার্থবোধক উপকারী দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। কখনো কখনো এক কথায় ইসলামের সকল শিক্ষা তুলে ধরেছেন যেমন তাঁর বানী - "ইহসান হচ্ছে এভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ"-মুসলিম উমার (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তার বানী "পুন্য হচ্ছে যাতে আত্মা ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে আর পাপ হচ্ছে যা অন্তর আত্মায় খটকা ও সংশয় সৃষ্টি করে ,আর

মানুষ তা জানতে তুমি অপছন্দ কর যদিও মানুষদের কেউ বৈধতার ফতোয়া দিয়ে থাকে" - আহমাদ , মুসলিম কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপকার্থবোধক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী হচ্ছে **–"দ্বীন হচ্ছে নসিহত , দ্বীন হচ্ছে নসিহত, দ্বীন হচ্ছে নসিহত । আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল , নসিহত কার জন্য ? তিনি বললেন , আল্লাহ, তাঁর কিতাব , তাঁর রাসূল , মুসলিম শাসক ও মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য।"**-তামীম দারী থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথার মধ্যে সংক্ষিপ্ততা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নসীহাতের মাঝে সীমাবদ্ধ ও আড়ষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি নসীহাতের গুণে গুণান্বিত হল সে তার গোটা দ্বীন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হল। পক্ষান্তরে যে নসীহাত হতে বঞ্চিত হল সে যতটুকু নসীহাত থেকে বঞ্চিত হল ততটুকু দ্বীন হতে বঞ্চিত হল।

নসীহাতের ব্যাখ্যা হচ্ছে নসীহাতকারী যার জন্য নসীহাত তার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে তার সকল অধিকার ও হক আদায় করে, চাই তা কথা , কাজ এবং অন্তরের সংকল্পের মাধ্যমেই হোকনা কেন। আসমাঈ বলেন , "নাসেহ বা নসীহাতকারী হচ্ছে সে বস্তুর মত যা সম্পূর্ণ খেয়ানত ও প্রতারনা মুক্ত। আর প্রত্যেক ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত বস্তুই মুলত আরবী ভাষায় নিরঙ্কুশ বা খাটি বস্তু হিসাবে বিবেচিত এসব খাটি বস্তুর ক্ষেত্রে আরবরা নসীহত শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

খাত্তাবী বলেন," নসিহাত শব্দটির মূলধাতুগত অর্থ হচ্ছে নির্ভেজাল বা খাঁটি হওয়া, ত্রুটি মুক্ত হওয়া। এ কারণেই নসিহত শব্দ ব্যবহার করে- বলা হয়ে থাকে মোম হতে মধু উৎসারিত করা হয়েছে।"

নসিহাত হচ্ছে নবী ,রাসূল ও সৎকর্মশীল মুমীনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে প্রতারনা , ধোঁকা , ষড়যন্ত্র ও ত্রুটিপুর্ণ ইচ্ছা কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'লা নুহ (আ:) সম্পর্কে বলেন ,"আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি , তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করছি আর আল্লাহর পক্ষ্য থেকে আমি তা জানি যা তোমরা জাননা। "[সুরা আল আরাফ-৬২] আল্লাহ তা'লা ,হুদ (আ:) এর ভাষায় এভাবে বলেন ,"আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি ,আর আমি তোমাদের জন্য একজন একান্ত বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।"[সুরা আল

আরাফ -৬৮] সালেহ (আ:) এর ভাষায় এভাবে বলেন ,"অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের ভালবাসনা। "[সুরা আল আরাফ - ৭৯] শোআইব (আ:) এর ভাষায় বলেন , " হে আমার সম্প্রদায় আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের রেসালত পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা কারেছি সুতরাং কিভাবে আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করতে পারি ।"[সুরা আল আরাফ -৯৩]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বাইয়াত করেছি সালাত প্রতিষ্ঠা , যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নসিহাত বা কল্যাণকামীতার উপর" -বুখারী ও মুসলিম। আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে । যখন দেখা হয় তাকে সালাম দাও , যখন তোমাকে দাওয়াত দেয় তাতে উপস্থিত হও , যখন তোমার থেকে সদোপদেশ কামনা করে তাকে তার জন্য কল্যাণ কামনা কর , যখন হাচি দেয় অত:পর আলহামদুলিল্লাহ বলে তার উত্তর দাও , যখন অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাও আর যখন মারা যায় তার জানাযায় উপস্থিত হও "- মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

জুবাইল ইবনে মুতইম হতে বর্ণিত ,নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন মুমীন ব্যক্তির অন্তরে যার জন্য কোন বিদ্বেষ থাকে না আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমলকে খালেস বা নিরঙ্কুশভাবে আদায় করা , শাসকদেরকে সদোপদেশ দেয়া এবং মুসলমানদের জামাআতের সাথে সপৃক্ত হয়ে থাকা "-আহমাদ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য মুমীনের অন্তরকে খেয়ানত ,শঠতা , ধোকা ও নিকৃষ্ট কর্ম হতে মুমীনের অন্তরকে পবিত্র , পরিমার্জি ও সংশোধিত করে।

এ কারনেই মুসলিম উম্মাহর সৎকর্মশীল লোকেরা সবাই এ নসিহাত বা কল্যাণকামীতার বৈশিষ্ট্যে গুনান্বিত।

আবু বকর আল মুযানী (র:) বলেন ,"আবু বকর (রা:) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের মাঝে বেশি নামাজ ও রোযার মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করেননি বরং তিনি সবার উপরে সম্মান লাভ করেছেন একটি বস্তুর মাধ্যমে যা তার অন্তরে ছিল । তিনি বলেন তাঁর অন্তরে যা ছিল তা হচ্ছে মহিয়ান আল্লাহর জন্য অগাধ ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির জন্য

মসিহাত বা কল্যাণকামিতা।" ফুদাইল ইবনে ইয়াদ্ব (রঃ) বলেন ," আমাদের মাঝে যারা রয়েছে তারা যে মর্যাদা লাভ করেছে অতিরিক্ত নামাজ এবং রোযার মাধ্যমে লাভ করেনি বরং তারা আমাদের কাছে এ মর্যাদা লাভ করেছে আত্মার উদারতা , অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামিতার মাধ্যমে।

ইবনে মুবারক (রঃ) জিজ্ঞেস করা হল কোন কাজ আপনাদের নিকট সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন তিনি বললেন ,"আল্লাহর উদ্দেশ্যে কল্যাণ কামনা করা।" মুআম্মার (রঃ) বলেন ,"বলা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে সে তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী।" সলফে সালেহীনদের জনৈক ব্যক্তি বলেন ,"যে ব্যক্তি তার অপর ভাইকে তার মাঝে এবং নিজের মাঝে উপদেশ দিল সে তার জন্য কল্যাণ কামনা করল পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সামনে তাকে উপদেশ দিল সে মূলত তাকে অপমানিত করল।

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর জন্য নসিহাতের অর্থ হচ্ছে , আল্লাহর জণ্য পরিপূর্ণ ভালবাসা ও বিনয়াবনতির মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্মিত হেদায়াতের অনুসরণে একনিষ্ঠতার সাথে লা শরীক আল্লাহ তা'লার এককভাবে ইবাদাত পালন করা , আল্লাহর সাথে দোআ , জবেহ , মান্নত , সাহায্যকামনা , আশ্রয়কামনা , মুক্তি কামনা , ভরসা অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত না করা। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁর সাথে কোন কিছূকে শরীক সাব্যস্থ করো না ।"[সুরা আন নিসা -৩৬] তিনি আরো বলেন ,নিশ্চয়ই মাসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্য আল্লাহর সাথে কাউকে আহবান করো না।"[সুরা আল জ্বিন -১৮]

আল্লাহর জন্য নসিহাতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সকল প্রকার সিফাত বা গুণাবলী যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা এবং তা কোন প্রকার উদাহরণ ও উপমা ছাড়াই সাব্যস্ত করা আর মহিয়ান আল্লাহকে যা তার সত্ত্বার সাথে উপযুক্ত নয় এমন সব গুনাবলী থেকে পবিত্র ঘোষণা করা তবে তার প্রকৃত গুনাবলীকে বাতিল বা পন্ড করা ব্যাতিরেকে। আর এ বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কিছু সৃষ্টি, পরিচালনা,নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন," জেনে রাখো সৃষ্টি এবং বিধান তার।" [সূরা আল আ'রাফ- ৫৪]

সকল প্রকার ফরয ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা, তার পক্ষ হতে নিষিদ্ধ ও হারাম সকল কাজ হতে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি তার রবের এসব হক আদায় করল সে মূলত তার স্রষ্টা আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা করল। হাসান বসরী (রহঃ) এক মুরসাল বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন," তোমরা কি মনে কর যদি তোমাদের কারো দু'জন গোলাম থাকে, একজন তার নির্দেশের আনুগত্য করে , তার কাছে আমানত রাখলে তা আদায় করে দেয়,এবং মুনিবের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কল্যাণ কামনা করে, অপরজন তার নির্দেশ অমান্য করে , তার কাছে আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে থাকে,এবং মুনিবের অনুপস্থিতিতে তার জন্য ধোকা ও প্রতারনা করে, তারা দু'জন কি সমান হতে পারে? তারা বললেন, না হতে পারে না। তিনি বললেন, এভাবে তোমরাও আল্লাহর কাছে। ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বর্ণনা করেছেন। আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ যা কিছুর মাধ্যমে আমার গোলামী করে তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে আমার জন্য নসিহাত করা বা কল্যাণ কামনা করা। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর জন্য নসিহাতের মধ্যে রয়েছে যে সব কথা ও কাজ আল্লাহ ভালোবাসেন তা ভালবাসা এবং যা তিনি ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করা। জনৈক আলেম বলেন," নাসিহাতের মোদ্দা কথা হচ্ছে যার জন্য নসিহাত করা হয় সে যে কেউ হোকনা কেন তার জন্য অন্তরের টান ও অনুরাগ প্রকাশ করা। আর এটার দু ধরনের, একটি হচ্ছে ফরয, অপরটি হচ্ছে নফল বা অতিরিক্ত। আল্লাহর জন্য ফরয নসিহাত হচ্ছে ফরয আদায় এবং হারাম পরিহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ভালবাসার প্রতি কঠোর অনুরাগ আর এ ব্যাপারে নফল নসিহাত হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসাকে স্বীয় আত্মার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া।

আল্লাহর কিতাবের জন্য নসিহাত এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবকে অত্যন্ত ভালবাসা, মর্যাদা দেয়া,তা বুঝা ও উপলব্ধি করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান,যথা সম্ভব তা হেফয করার জন্য অবিরত প্রয়াস,নিয়মিত তা তেলাওয়াত করা, তার আদব ও চরিত্র গ্রহণ করা, তা অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা এবং এ কিতাব শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের জন্য আহবান করা এবং প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নসিহাতের অর্থ হচ্ছে, তা নির্দেশের আনুগত্য করা, তার নিষেধ হতে বিরত থাকা, তিনি যা কিছু সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তা মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা,তার

শরিয়তানুযায়ী ইবাদত পালন করা, তার সুন্নাতের সাহায্য করা, তাঁর হেদায়াত শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। যে তার সুন্নাতকে অপছন্দ করে তাকে ঘৃণা করা। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তার অনুসরণ করা, নিজের জীবন,পরিবার পরিজন , সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা ও সম্পদের চেয়ে তাকে অধিক ভালবাসা এবং তাঁর সুন্নাতের পক্ষ হতে প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর দেয়া।

মুসলিম শাসকদের জন্য নসিহাত বা কল্যাণকামিতার অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্য সংশোধন ও পরিশুদ্ধির দেআ করা,তাদের ইনসাফ ও হেদায়াত লাভের আন্তরিক কামনা, তাদের দিয়ে মুসলিম উম্মাহর দাবী ও ঘোষণার সম্মিলন কামনা, তাদের সৎকর্ম প্রসারে খুশি হওয়া, তাদের অপকর্ম ও নিন্দা করাকে ঘৃণা করা,আল্লাহর আনুগত্যে ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা, কথায় ও কাজে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রাহ করাকে বৈধ মনে করে যারা তাদেরকে ঘৃণা করা, মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে যা তাদের জন্য কল্যাণকর সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সুন্দর ভাষায়, কোমলতার সাথে,বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুপরামর্শ দেয়া, তাদের জন্য বদদোআ না করা এবং তারা যা করার দায়িত্ব দেয় তা পালন করার চেষ্টা করা।

সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য নসিহাত এর অর্থ হচ্ছে, যে কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা পছন্দ করা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপছন্দ করা, তাদের ছোটদের ভালবাসা এবং বড়দের সম্মান করা, হকে বা সত্যের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করা,তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে নিষেধ করা, তাদের থেকে দুঃখ, কষ্ট ও সকল প্রকার আশংকা দূর করার চেষ্টা করা,আর মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ যে আশংকা বর্তমানে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ কর্মকান্ড যাতে জীবন ও সম্পদ এমনকি সবকিছুকে হালাল করে দিচ্ছে, নিরপরাধ ও নিরাপদ লোকদেরকে সন্ত্রস্থ করে তুলছে, সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতি হচ্ছে এ টার্গেট,এটা মূলত শাসকদের কাফের মনে করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকরাকে বৈধ করণের সূত্র ও চিন্তা চেতনা হতে নির্গত যা আল্লাহর রাসূর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে তিরষ্কার করেছেন।

মুসলিম জনসাধারণের জন্য নসিহাতের মধ্যে আরও রয়েছে, এধরনের কাফের মনে করার ধ্যান ধারণাকে মূলোৎপাটিত করে দেয়া, মুসলমানদেরকে এ সব চিন্তা হতে সতর্ক করা, এবং যারা এর সাথে লিপ্ত তাদেরকে সংশ্লিষ্ট

প্রশাসনের কাছে তুলে দেয়া যাতে করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হতে পারে এবং মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা লাভ করতে পারে, কোন অবস্থাতেই এদেরকে গোপন করা বা লুকিয়ে রাখা বৈধ নয়। আর মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামিতা হচ্ছে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সকল ক্ষতি হতে তাদেরকে রক্ষা করা। অথচ খারেজীরা বা বিদ্রোহীরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া সব বিপর্যস্ত করে দেয়। আল্লাহ বলেন," হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও,যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহবান করে আর জেনে রাখ যে আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয়ে থাকে আর নিশ্চয়ই তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"[সুরা আল অনফাল -২৪]

হে মুসলমানগণ ! সে দিনকে ভয় কর ,যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। এবং প্রত্যেকে তার কৃত কর্মের প্রতিফল লাভ করবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। মুআয (রা:) এর প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে অসিয়ত আকঁড়ে ধর যাতে তিনি বলেছেন ,"যেখানেই থাকনাকেন আল্লাহকে ভয় কর , পাপের সাথে সাথে পুন্য কর ,পুন্য তা মুছে দেবে। মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্রের সাথে ব্যবহার কর"। সকল পুন্যের জন্য সওয়িাব রয়েছে যেমনিভাবে সকল পাপের জন্য শাস্তি রয়েছে । আর তোমাদের প্রভু তোমাদের আমল সমূহ সংগ্রহ করছেন যাতে করে তার প্রতিদান দিতে পারেন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'লা বলেন ,"হে আমার বান্দাহ ! এ সব কিছু হচ্ছে তোমার আমল যা আমি তোমার জন্যই সংরক্ষণ করেছি অত:পর তোমাকে তার প্রতিফল দেব। সুতরং যে ব্যক্তি তার জন্য কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা আর যে অন্য কিছু পেয়ে যায় সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে সকল মানুষই তার আমলনামা লাভ করবে , কেউ গ্রহন করবে ডান হতে কেউ গ্রহন করবে বাম হাতে।"আল্লাহ তা'লা বলেন ,"প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গর্দানের সাথে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য এমন এক কিতাব বের করব যা সে উন্মুক্তভাবে পাবে।"[সুরা আল ইসরা -১৩]

www.alharamainonline.org